দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ ... OCT. 05.2006 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৫ .....

পাঁচ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্তে তোলপাড়

মোশতাক আহমেদ ॥ পাঁচ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্তে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বন্ধের সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। এখন কোথায় যাবে তারা এটাই তাদের প্রশ্ন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা এখনও সরকারী নির্দেশ পায়নি। নির্দেশ পেলেই পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে। বন্ধের সরকারী আদেশ আজ বৃহস্পতিবার কিংবা রবিবার জারি করা হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক মুখ পাত্র জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটি এবং একজন বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে নানা চড়াই শেষে ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাঁচটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় প্রধানমন্ত্রী দফতর। বন্ধের সিদ্ধান্ত হওয়া বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচটি হল কুইন্স ইউনিভার্সিটি, পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি. আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি। এই খবর বুধবার জনকণ্ঠসহ কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশ হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তোলপাড় শুরু হয়। বিশেষ করে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মাঝ পথে এসে কোথায় যাবে তারা এটাই তাদের বড় প্রশ্ন। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরও চাকরি হারানোর ভয়ে পেয়েছে।

ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া

এই পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই হাজারের মতো শিক্ষার্থী রয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং বাণিজ্যের শিকার এসব নিরপরাধ শিক্ষার্থীরা কোথায় যাবে তা অনিশ্চিত। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রগুলো বলেছে, ক্রেডিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে যোগ্যতা অনুযায়ী অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা।

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

পাঁচ বেসরকারী

(১২-এর পাতার পর)

অযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে নিচু মানের আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের পক্ষে উপাচার্য ড. এম মোস্তফা কামাল জনকণ্ঠকে বলেন, তাঁরা এখনও বন্ধের সরকারী নির্দেশ পায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ছাত্র সংখ্যা থেকে শুরু করে সব দিক মিলিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি কোচিং ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তবে বন্ধের সিদ্ধান্ত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যার দিক দিয়ে অনেক ভাল।

তদন্ত কমিটি এবং কমিশনের মতে—বন্ধের সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কোনটিতে উপাচার্য নেই, কোনটিতে শিক্ষক নেই। শিক্ষক থাকলে ক্লাস রুম নেই, ভৌত অবকাঠামো নেই। অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোনটিতে পাঁচ কোটি টাকাও ব্যাংকে জমা দেয়া হয়নি। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কোন পরিবেশ নেই। এসব কারণেই বন্ধ করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। অনেকেই এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। কেউ কেউ আবার শিক্ষার্থীদের দিকটি বিবেচনায় আনার কথা বলেছেন। তবে বন্ধের সুপারিশ জামায়াত-ঘেঁষা গ্রীন ইউনিভার্সিটিকে ছ' মাসের সুযোগ দিয়ে বাচিয়ে রাখার ঘটনায় অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আবার কেউ কেউ ফোন করে জানতে চেয়েছে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে কিনা।

বুধবার পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করার প্রজ্ঞাপন জারির কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয়নি। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র রাতে জনকণ্ঠকে জানান, আজ অথবা রবিবার প্রজ্ঞাপন জারি হবে।